**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ৪১১৯

**কুরআনের আলো ছড়াতে হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতা ভূমিকা রাখবে**

**-ধর্মমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল):

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, কুরআনের আলো ছড়াতে হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতা ভূমিকা রাখবে।

আজ রাজধানীর হোটেল শেরাটনে কুরআনের আলো ফাউন্ডেশন আয়োজিত ইসলামি রিয়েলিটি শো পিএইচপি কুরআনের আলো প্রতিভার সন্ধানে ২০২৪ গ্রান্ড ফিনালে অনুষ্ঠানে মন্ত্রী একথা বলেন।

পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান সুফি মোঃ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে এনটিভি পরিচালক আশফাক উদ্দিন আহমেদ বক্তব্য প্রদান করেন।

একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে ধর্মমন্ত্রী বলেন, কুরআন তিলাওয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যারা দুনিয়াতে কুরআন শিখবে, সে অনুসারে আমল করবে, কোরআন হিফজ করবে; কিয়ামতের দিন তাদের বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হবে। তিনি বলেন, কুরআনুল কারিম হলো একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান। এটি কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির পথ প্রদর্শক।

ধর্মমন্ত্রী আরো বলেন, কুরআন মাজীদ যেমন মর্যাদার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ তেমনি এ কিতাব তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত অপরিসীম। তিনি সুস্পষ্ট ও সহি-শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করার বিষয়ে সকলকে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান।

এছাড়া, মন্ত্রী এরূপ প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত ও পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য অন্যান্য শিল্প মালিকদেরকে অনুরোধ জানান।

পরে মন্ত্রী এবারের আসরের বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

#

আবুবকর/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/২২০৩ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ৪১১৮

**ঢাকা-ব্রাসিলিয়া সামগ্রিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর, জুলাইয়ে প্রধানমন্ত্রীর ব্রাজিল সফরের সম্ভাবনা**

**-পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল):

আগামী জুলাইয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্রাজিল সফরের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

আজ রাজধানীতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় দু'দিনের বাংলাদেশ সফরে আসা ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাউরো ভিয়েইরার (Mauro Vieira) সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান এ সম্ভাবনার কথা জানান।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হওয়ার আগে দুই মন্ত্রী দু'দেশের মধ্যে সামগ্রিক সহযোগিতা বিষয়ে 'টেকনিক্যাল কো-অপারেশন এগ্রিমেন্ট' স্বাক্ষর করেন। পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব ড. নজরুল ইসলাম, ব্রাজিলে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সাদিয়া ফয়জুন্নেসা, বাংলাদেশে ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত পাওলো ফার্নান্ডো দিয়াস ফারসে (Paulo Fernando Dias Ferse) এবং উভয় দেশের পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান বলেন, এই প্রথম ব্রাজিলের কোনো পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করছেন। আমাদের মধ্যে খুব সফল আলোচনা হয়েছে। ব্রাজিল থেকে আমদানিকৃত তুলা দিয়ে তৈরি পোশাক ব্রাজিলে রপ্তানি ক্ষেত্রে কর মওকুফ ও অন্য পোষাক রপ্তানিতে কর হ্রাসের অনুরোধ জানিয়েছি।

পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার গেটওয়ে বাংলাদেশে স্পেশাল ইকোনমিক জোনে চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনসহ নানামুখী বিনিয়োগে এবং আইটি পার্কগুলোতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে ব্রাজিলিয়ানদের বিনিয়োগের আহ্বান জানানো হয়েছে, জানান তিনি।

মন্ত্রী জানান, বৈঠকে মিয়ানমারে নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন এবং গাজায় নিরীহ ফিলিস্তিনিদের ওপর এমনকি পশ্চিমা এইড-ওয়ার্কারদের ওপর ইসরাইলি বাহিনীর হামলা এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাস হওয়া যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবকে ইসরাইলের তোয়াক্কা না করার সংকট নিয়েও কথা হয়েছে।

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে আগামী জুলাইয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্রাজিল সফরের সম্ভাবনা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় একযোগে কাজ করা, এন্টার্কটিকা কাউন্সিলে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের কাজ ও গবেষণার সুযোগদান এবং ব্রিকসে অন্তর্ভুক্তির জন্য বাংলাদেশকে ব্রাজিলের সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা হয়েছে, বলেন হাছান।

ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাউরো ভিয়েইরা তার বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। আগামীতে বাংলাদেশের সাথে ব্রাজিলের সম্পর্ক আরও বিস্তৃত হবে।

এর আগে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটুর সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বৈঠকে কোরবানির ঈদ সামনে রেখে ব্রাজিল থেকে পশু আনার আগ্রহ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ। এছাড়া তৈরি পোশাক রফতানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে শুল্কজনিত সুবিধা দিতে ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আহ্বান জানান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী।

যৌথ সংবাদ সম্মেলন শেষে ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সফরসঙ্গীসহ তার সম্মানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ প্রদত্ত ইফতার ও নৈশভোজে যোগ দেন।

এ দিন সকালে ঢাকায় অবতরণের পর দুপুরে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করেন ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাতের পর মন্ত্রী ভিয়েরা গাজীপুরে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস এবং বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াাল পার্ক পরিদর্শন ও বিকেলে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জি২০ এর বর্তমান সভাপতি হিসেবে ব্রাজিলের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলোর ওপর বক্তব্য দেয়ার কথা রয়েছে।

সোমবার সন্ধ্যায় ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সম্মানে দেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংস্থা এফবিসিসিআই আয়োজিত ইফতার ও নৈশভোজে যোগদান শেষে রাতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিয়েরার ঢাকা ত্যাগের কথা।

#

আকরাম/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/২১৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর :  ৪১১৭

**অরাজকতা, নাশকতা স্বাধীন সার্বভৌম দেশে কাম্য হতে পারে না**

**- পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী**

খাগড়াছড়ি, ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেছেন, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা চেতনা আলাদা আলাদা হতে পারে, সেটা দোষের নয়, কিন্তু স্বাধীন সার্বভৈৗম বাংলাদেশ আমাদের সকলের। ৩০ লাখ শহিদের রক্ত আর ২ লাখ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমাদের অর্জিত এই বাংলাদেশ। দেশে কোনো রকম অরাজকতা, নাশকতা, সমাজে বিড়ম্বনা সৃষ্টি করা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না।

আজ খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ৬ দিনব্যাপী বিঝু, বৈসুক, সাংগ্রাই (বৈসাবি) মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিঝু মেলায় আমাদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্য, কৃষ্টি কালচার পাহাড়ি খানাপিনা সমাজের নব প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা এবং সকলের সাথে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি গড়ে তোলাই হলো বৈসাবি মেলার মূল লক্ষ্য। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা পাহাড়ি বাঙালি সবাই যার যার ধর্ম, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, শান্তি, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতির বন্ধনে যাতে সম্মানের সাথে পালন করতে পারি সেদিকে সোচ্চার থাকতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার। দেশে অরাজকতা, সন্ত্রাস, নাশকতার চেষ্টা যারা করবে তারা দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে বলে হুঁশিয়ারি করেন প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা।

বিঝু বৈসুক সাংগ্রাই উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক এবং ২নং বোয়ালখালী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান চয়ন বিকাশ চাকমার সভাপতিত্বে এসময় অন্যান্যের মধ্যে দীঘিনালা জোন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্ণেল রুমন পারভেজ, উপ অধিনায়ক মেজর মেহেদী হাসান, প্রতিমন্ত্রীর সহধর্মিনী মল্লিকা ত্রিপুরা, দীঘিনালা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ কাশেম, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য আশুতোষ চাকমা, নিরোপৎ খীসা, শতরুপা চাকমা, দীঘিনালা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মামুনুর রশিদ, সহকারী কমিশনার ভূমি) আবুল হাসানাত খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে বিঝু বৈসুক সাংগ্রাই মেলা উদ্ধোধন করেন। মেলায় বিভিন্ন স্টল নিয়ে বসে পাহাড়ি তরুণ তরুণীরা।

#

রেজুয়ান/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/২০৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪১১৬

**স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে টেলিযোগাযোগ**

**খাতের সক্ষমতা কাজে লাগাতে হবে**

**- টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল):

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, জাতীয় অগ্রগতিতে এ খাতের অবদান অপরিসীম। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ ত্বরান্বিত করতে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের সক্ষমতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। টেলিযোগাযোগ খাতের টেকসই অগ্রগতি নিশ্চিত করতে সরকার এবং টেলিযোগাযোগ খাতের অংশীজনদের সম্মিলিত উদ্যোগে ফলপ্রসূ ভূমিকা গ্রহণের বিকল্প নেই।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় সোনারগাঁও হোটেলে টেলিযোগাযোগ রিপোর্টার্স নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ (টিআরএনবি) আয়োজিত স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য টেলিকম টেক্সেসন বিষয়ক এক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

টিআরএনবি সভাপতি রাশেদ মেহেদীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিটিআরসি‘র চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো: মহিউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও সিইও ড. শাহজাহান মাহমুদ, এমটব সভাপতি ও গ্রামীণফোনের সিইও ইয়াসির আজমান, বাংলালিংকের ভারপ্রাপ্ত সিইও তৈমুর রহমান, রবি আজিয়াটার চিফ কর্পোরেট ও রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার মোহাম্মদ সাহেদুল আলম, এফআইসিসিআই এর নির্বাহী পরিচালক টিআইএম নুরুল কবির, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সুমন আহমেদ সাব্বির এবং টিআরএনবি সেক্রেটারি মাসুদুজ্জামান রবীন বক্তৃতা করেন।

টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাইজেশন হচ্ছে বাংলাদেশের অগ্রগতির লাইফ লাইন। এর ধারাবাহিকতায় টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাত হচ্ছে ব্যক্তিগত থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনের অপরিহার্য একটি বিষয়। আগামী জুনে যে জাতীয় বাজেট উপস্থাপিত হবে তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী আইসিটি খাতের করহার স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের ব্যবহার প্রসারিত করা, সেবার মান উন্নয়ন এবং নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ বিনিয়োগ বান্ধব করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখার দাবি রাখে। আমি মনে করি আইসিটি খাতে করের সংস্কার হলো একটি অত্যাবশ্যকীয় নীতিগত সংস্কার যা বাংলাদেশে জিডিপির প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের আওতা বৃদ্ধি করবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালে দেশে তিনটি মোবাইল অপারেটরকে লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে মোবাইল ফোনের মনোপলি ব্যবসা ভেংগে দিয়ে মোবাইল ফোন সাধারণের নাগালে পৌঁছে দেওয়া হয়। ভিস্যাটের মাধ্যমে চালু হয় ইন্টারনেট। এরই ধারাবাহিকতায় এ খাতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আর্কিটেক্ট অভ্‌ ডিজিটাল বাংলাদেশ সজীব ওয়াজেদ জয় এর পরিকল্পনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ফলে বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশ ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশে অভাবনীয় দৃষ্টান্তই স্থাপন করেনি বরং বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

দেশের শতকরা ৯৮ ভাগ এলাকা ফোর জি নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে উল্লেখ বলে উল্লেখ করেন প্রতিমন্ত্রী। দেশে বর্তমানে মাথাপিছু ইন্টারনেট ব্যবহারের হার বাড়াতে হবে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ইন্টারনেটের ব্যবহার যত বাড়বে জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে এর তত বেশি প্রভাব পড়বে। তিনি বলেন, টেলিযোগাযোগ খাত বিকাশ যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে দিকে আমাদেরকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

#

শেফায়েত/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৯৪০ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ৪১১৫

**জাতির পিতার মতো শেখ হাসিনাও গরিব মানুষের দরদী**

**-গণপূর্তমন্ত্রী**

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল):

জাতির পিতার মতো শেখ হাসিনাও মানুষের দরদী বলে মন্তব্য করেছেন গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী।

আজ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতি, ঢাকা-এর পক্ষ থেকে অস্বচ্ছল পরিবারের মাঝে ঈদসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এসব ঈদসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ সেলিম শেখের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি মোঃ হেলাল উদ্দিন, সহ-সভাপতি হাজি মোঃ হেলাল উদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল বারী চৌধুরী মন্টু, উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট লোকমান হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, ইফতার পার্টি না করে এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে জননেত্রী শেখ হাসিনা দলের নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য আমরা ইফতার পার্টি না করে আপনাদের মাঝে ঐ অর্থ দিয়ে ঈদসামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছি। তিনি বলেন, আমরা যারা বিত্তবান তারা ইফতার পার্টির নামে অনেক অপচয় করে থাকি। অথচ সমাজের গরিব মানুষেরা ভালোভাবে চলতে পারে না, তাদের কথা আমাদের ভাবনায় আনা উচিত। প্রধানমন্ত্রী এটি জানেন, কারণ তাঁর পিতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন গরিব মানুষের দরদী,  শেখ হাসিনাও গরিব মানুষের দরদী। এজন্যই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু জনকল্যাণমুখী এই নির্দেশনা বিএনপির নেতাকর্মীদের পছন্দ হচ্ছে না। এজন্য তারা আমাদের বিরুদ্ধে নানাভাবে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। আপনারা এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন।

বিএনপি নেতারা জনগণের কথা চিন্তা না করে পাঁচ তারকা হোটেলে বিদেশিদের নিয়ে ইফতার পার্টি করে বেড়াচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

এর আগে সকাল ১০টায় মন্ত্রী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারে বন্দিদের মাঝে শাড়ি, লুঙ্গি এবং শিশুদের জন্য ঈদের পোশাক বিতরণ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ হাবিবুর রহমান, জেল সুপার মোঃ শহিদুল ইসলাম, জেল পরিদর্শক অ্যাডভোকেট সাইদুজ্জামান আরিফ প্রমুখ।

এরপর মন্ত্রী উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী ও প্রফেসর ফাহিমা খাতুনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে জেলার শিশু নিবাসের শিশুদের মাঝে ঈদের পোশাক বিতরণ করা হয়। বিকেল ৩টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সার্ক মানবাধিকার ফাউন্ডেশন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখার আয়োজনে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে নৈশপ্রহরী ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে ঈদসামগ্রী বিতরণ করেন মন্ত্রী।

#

রেজাউল/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/২১১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪১১৪

**বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রেখে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণসহ**

**সামষ্টিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখা সরকারের লক্ষ্য**

**- অর্থ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল):

অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান বলেছেন, প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরবারহ ব্যবস্থা শক্তিশালী রাখা ও বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রেখে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণসহ সামষ্টিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখা সরকারের লক্ষ্য। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতা সম্প্রসারণ, নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে স্বল্পমূল্যে খাদ্য বিতরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপশি কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও কৃষিতে ভর্তুকি অব্যাহত রাখা, ফাস্ট ট্রাক অবকাঠামো প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে সম্পদের জোগান দিতে সরকার সচেষ্ট।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় ইকোনমিক রিপোটার্স ফোরাম আয়োজিত ইআরএফ সম্মেলন কক্ষে 'ম্যাক্রো ইকোনমিক স্ট্যাবিলিটি এন্ড নেক্সট বাজেট' শীর্ষক প্রাক বাজেট সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাজেটে সরকারের মৌলিক নীতিনির্ধারণী দলিলসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দারিদ্র্য নিরসন, নারী ও শিশুর উন্নয়ন, জলবায়ু অভিঘাত মোকাবিলা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সেবার মান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা থাকবে। মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং বাজেট বরাদ্দের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করা হচ্ছে এবং ১লা জুলাই থেকে মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য দপ্তর বা সংস্থা বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করতে পারছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আজকের সেমিনার থেকে উত্থাপিত প্রস্তাবনাগুলো আগামী জাতীয় বাজেটে সরকার গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করবে, যা চলমান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে জনমুখী, শিল্প ও বিনিয়োগবান্ধব বাজেট প্রণয়নে সাহায্য করবে এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০৪১ সালের মধ্যে   
উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে।

সেমিনারে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি মোহাম্মদ রেফায়েত উল্লাহ মৃধার সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন সাবেক অর্থ সচিব মাহবুব আহমেদ, সিপিডির ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ চেম্বারস অভ্‌ ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রেসিডেন্ট আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ, বিজিএমইএ এর ডিরেক্টর শামস মাহমুদসহ ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সদস্যবৃন্দ।

সেমিনার সঞ্চালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম। আলোচনা পর্ব শেষে আগামী বাজেট বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

#

আলমগীর/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৪১১২

**বাংলাদেশ ফিলিস্তিনি জনগণের পাশে আছে এবং থাকবে**

**- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী জনগণের পক্ষে আছে এবং থাকবে। মানবাধিকারের সর্বোচ্চ লঙ্ঘন হচ্ছে ফিলিস্তিনে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের আগ্রাসনের নিন্দা করেছেন। ফিলিস্তিনের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের পক্ষে থাকবে।

আজ অর্গানাইজেশন অভ্‌ ইসলামিক কো-অপারেশন, ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের দূতাবাস, কুয়েত সোসাইটি ফর রিলিফ-বাংলাদেশ অফিস এবং সোসাইটি ফর সোস্যাল অ্যান্ড টেকনোলজিকাল সাপোর্ট, কুয়েতের সৌজন্যে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে ঢাকা-৯ নির্বাচনি এলাকার মুগদা থানাধীন ৭১ ও ৭২ নং ওয়ার্ডের জনগণের মাঝে ঈদ উপহার হিসেবে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পরিবেশমন্ত্রী আরো বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে ইসলামের জন্য অনেক অবদান রেখেছেন। তিনি বাংলাদেশকে ওআইসির সদস্যভুক্ত করেছেন। মন্ত্রী বলেন, এবার ২৫ হাজার পরিবারকে আমরা সাহায্য করেছি। প্রতি পরিবারে ৪ জন সদস্য হলেও ১ লাখ মানুষকে সাহায্য করেছি। তাদের আপনজন নিয়ে, প্রিয়জন নিয়ে যাতে আনন্দে ঈদ উদযাপন করতে যেভাবে পারে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আসুন, আমরা সকলে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াই।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসেফ এস ওয়াই রামাদান বলেন, আমরা বাংলাদেশি ভাইবোনদের অবদান কখনও ভুলবো না। ফিলিস্তিন স্বাধীন হলে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবো, বাংলাদেশের ভাই-বোনেরা আমাদের পাশে ছিলেন।

এসময় বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসেফ এস ওয়াই রামাদান ছাড়াও মুগদা থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন বাহার, সবুজবাগ থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাসসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

#

দীপংকর/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৯০৫ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ৪১১১

**বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজের সময়সূচি**

ঢাকা, ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল):

পবিত্র ঈদুল ফিতর ১৪৪৫ হিজরি উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে পর্যায়ক্রমে ৫টি ঈদের নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানায়, ঈদের দিন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে নামাজের প্রথম জামাত সকাল ৭টায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল ৮টায়, তৃতীয় জামাত সকাল ৯টায় এবং চতুর্থ জামাত সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়া, পঞ্চম ও সর্বশেষ জামাত সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।

#

শায়লা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৯২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪১১০

**বন কর্মকর্তার হত্যাকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতে কাজ করছে মন্ত্রণালয়**

**- পরিবেশ ও বনমন্ত্রী**

গজারিয়া (মুন্সিগঞ্জ), ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, কক্সবাজারে দুষ্কৃতকারীদের মিনি ট্রাক চাপায় নিহত বন বিভাগের কর্মকর্তা মোঃ সাজ্জাদুজ্জামানের হত্যাকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতে কাজ করছে মন্ত্রণালয়। তিনি বলেন, পাহাড় কর্তনকারীদের কোনো ছাড় দেয়া হবে না। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দায়ী সকলকে আইনের আওতায় আনা হবে। অতীতে সংঘটিত এ জাতীয় ঘটনারও বিচার হবে। আগামীতে যাতে এরকম কোনো ঘটনা না ঘটে তার জন্য একটা বিশেষ বার্তা দেয়া হবে।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রী মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার ভিটিকান্দি গ্রামে তার বাসভবনে কক্সবাজারে দুষ্কৃতকারীদের মিনি ট্রাকের (ডাম্পার) চাপায় নিহত বন বিভাগের বিট অফিসার মোঃ সাজ্জাদুজ্জামানের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জ্ঞাপন এবং আর্থিক সহায়তার চেক হস্তান্তরকালে এসব কথা বলেন।

বন বিভাগের কর্মকর্তা মোঃ সাজ্জাদুজ্জামানের পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এ ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অবহিত করা হলে তিনিও শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। মন্ত্রী বলেন, মোঃ সাজ্জাদুজ্জামানের অকাল মৃত্যুতে পরিবার যাতে আর্থিক সংকটে না পড়ে সেজন্য মাস্টার্স পাস তার স্ত্রীর কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেয়া হবে। মন্ত্রণালয় ও বন বিভাগ সবসময় তার পরিবারের পাশে থাকবে।

এসময় মন্ত্রী নিহত বিট অফিসার মোঃ সাজ্জাদুজ্জামানের পিতার নিকট মন্ত্রণালয় ও বন বিভাগের পক্ষ হতে চেক ও নগদে মোট ১৫ লাখ টাকা হস্তান্তর করেন। পরে মন্ত্রী নিহত বিট অফিসারের কবর জিয়ারত করেন।

মন্ত্রীর সাথে প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, উপপ্রধান বন সংরক্ষক গোবিন্দ রায়, উপপ্রধান বন সংরক্ষক মোঃ জাহিদুল কবির, মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (বন) আবু নইম মোহাম্মদ মারুফ খান, বন সংরক্ষক আর এস এম মুনিরুল ইসলাম ও আব্দুল আউয়াল সরকারসহ মন্ত্রণালয়, বন বিভাগ, প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৮০৮ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ৪১০৮

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল):

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৩ দশমিক ৮২ শতাংশ। এ সময় ৪৯৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৯৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৭ হাজার ৬৫ জন।

#

দাউদ/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৬৪৫ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ৪১০৭

**বাংলাদেশ স্কাউটস দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল):

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“৮ এপ্রিল ২০২৪ দেশব্যাপী বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে স্কাউটস সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দিবসটির এবারের থিম ‘স্মার্ট স্কাউটিং, স্মার্ট সিটিজেন’ যা সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে ১৯৭২ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ স্কাউটসকে সরকারি স্বীকৃতি প্রদান করেন। তাঁর অনুপ্রেরণা এবং উদ্যোগের ফলে ১৯৭৪ সালের ১ জুন ১০৫তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিস্তৃতি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুনাম অর্জনে জাতির পিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার স্কাউটিং এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নানা উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও স্কাউট শতাব্দী ভবন নির্মাণ প্রকল্প’ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আমরা ৪৮ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ‘সিলেট অঞ্চল ও মৌলভীবাজার জেলা স্কাউট ভবন নির্মাণ প্রকল্প’ এবং ৪৮ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ‘আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লালমাই উন্নয়ন প্রকল্প’ বাস্তবায়ন করছি। ‘রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাহাদুরপুর’ এর উন্নয়নে ইতোমধ্যে ৪৮ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছি। চট্টগ্রামে রোভার স্কাউটদের জন্য একটি এডভেঞ্চার ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের জন্য ১৮৮ একর জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৩৫৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ‘প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২টি করে স্কাউট দল গঠন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীরা যেন স্কাউট প্রশিক্ষণ পায় তার জন্য আমি নির্দেশনা প্রদান করেছি। স্কাউটিংকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের সরকারের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

আওয়ামী লীগ সরকার শিশু-কিশোর, যুবকদের প্রযুক্তি জ্ঞাননির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ স্কাউটস প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রম হিসেবে স্কাউটিং-এর মাধ্যমে সৎ, যোগ্য, দক্ষ ও আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছে।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রত্যেক সদস্য জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলাদেশ’ তথা জ্ঞানভিত্তিক ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমি বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৭০১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১০৬

**বাংলাদেশ স্কাউটস দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা**,২৪ চৈত্র **(৭ এপ্রিল):**

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ৮ এপ্রিল ‘৫২তম বাংলাদেশ স্কাউটসদিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“৫২তম বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস’ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ স্কাউটস এর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বাংলাদেশ স্কাউটস দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ‘স্মার্ট স্কাউটিং, স্মার্ট সিটিজেন’ বর্তমান প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে করি।

শিশু, কিশোর ও যুবদের জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী, অরাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম হচ্ছে স্কাউট আন্দোলন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে স্কাউট এর গুরুত্ব অপরিসীম। স্কাউটিং আনন্দের সাথে শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিশু কিশোরদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে দেশে স্কাউটিং এর সূচনা করেন এবং স্কাউটিংকে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি করেন। প্রতিষ্ঠার ৫২ বছরে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্কাউটদের স্মার্ট, আত্মনির্ভরশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বাংলাদেশ স্কাউটস প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। স্কাউট আন্দোলনের এই ধারা অব্যাহত রাখতে নিরলস প্রচেষ্টা চালানোর জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

স্কাউটিং এর মাধ্যমে আমাদের যুবসমাজকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত করতে হবে। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মার্ট স্কাউটিং দেশে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘রূপকল্প ২০৪১’ ঘোষণা করেছেন। এ লক্ষ্য অর্জনে স্মার্ট স্কাউটিং এর মাধ্যমে যুবসমাজকে সৎ, আদর্শবান, স্মার্ট সিটিজেন হিসেবে গড়ে তোলা এখন সময়ের প্রয়োজন। স্কাউট আন্দোলনকে আরো সম্প্রসারিত ও বেগবান করার মাধ্যমে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আমি স্কাউট নেতৃবৃন্দকে আরো কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাই।

আমি বাংলাদেশ স্কাউটস-এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৭০৪ ঘণ্টা